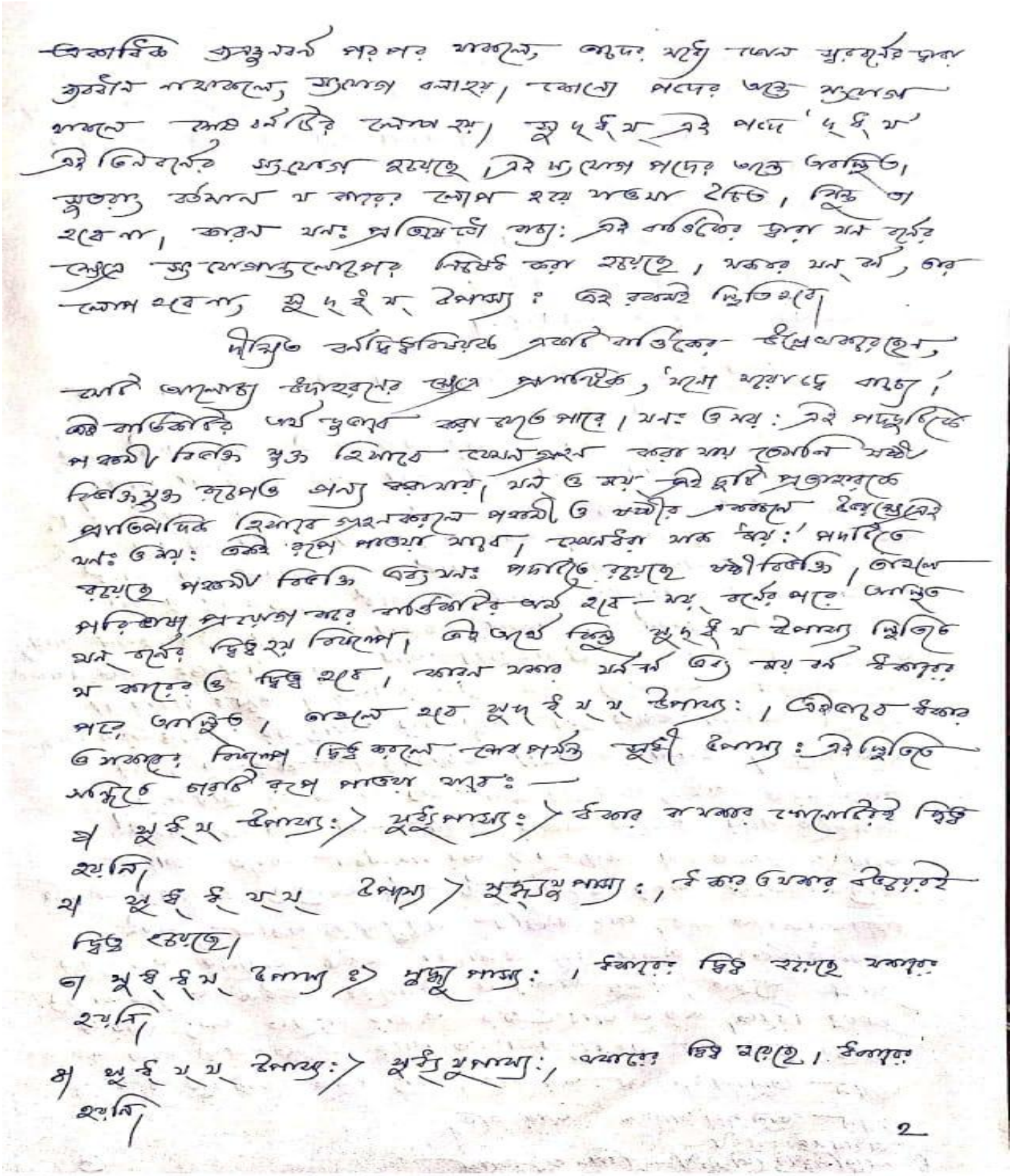

=ঃ অচ্ সন্ধি ঃ=

সূত্র ঃ- ঝলাং জশ্ ঝশি :— ধকারস্য, ইতি পূর্বধকারস্য দকারঃ।

সূত্রের অর্থ এতাদৃশ ঝশ্ বর্ণ পরে থাকলে তার ঠিক পূর্ববর্তী ঝল্ বর্ণের স্থানে জশ্ বর্ণের আদেশ হয়। এই সূত্রের দ্বারা ধকার স্থানে দকার হবে। 'ঝলাম্' পদটিতে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়েছে, ফলে 'ষষ্ঠী স্থানেযোগা' অনুসারে অর্থ হবে ঝলাং স্থানে, 'ঝশি' পদটি সপ্তমী বিভক্তি যুক্ত, ফলে 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' অনুসারে পদটির অর্থ হবে, ঝশি পরতঃ। সমগ্র সূত্রের অর্থ হল, ঝল্ বর্ণের পরে ঝশ্ বর্ণ থাকলে ঝল্ বর্ণের স্থানে জশ্ বর্ণ হবে। সু ধ্ ধ্ য্ উপাস্যঃ এই উদাহরণে ধ্ ধ্ অংশে প্রথম ধকারকে ঝল্ হিসাবে এবং দ্বিতীয় ধকারকে ঝশ্ হিসাবে ধরলে উক্তসূত্র প্রযোজ্য হবে। সুতরাং প্রথম ধকার স্থানে দকার প্রাপ্তি হবে, সু দ্ ধ্ য্ উপাস্যঃ। জশ্ বলতে বোঝায় পাঁচটি বর্ণ - জ ব গ ড দ। আন্তর্য অনুসারে ধকার স্থানে দকার হবে, কারণ স্থানী ধকার এবং আদেশ দকার উভয়েরই উচ্চারণস্থান দন্ত।

সংযোগান্তস্য লোপঃ = সংযোগান্তং যৎ পদং তদন্তস্য লোপঃ স্যাৎ। সংযোগ অন্তে আছে এমন যে পদ তার অন্ত্য বর্ণের লোপ হয়, এই নিয়ম অনুসারে (সু দ্ ধ্ য্ উপাস্যঃ) যকারের লোপ প্রাপ্ত হলে যণ্ বর্ণের ক্ষেত্রে লোপের নিষেধ বলতে হবে (এই বার্তিকের দ্বারা যলোপ নিষিদ্ধ হয়), যণো ময়ো দ্বে বক্তব্যে এই বার্তিকে ময়ঃ পদটিতে পঞ্চমী এবং যণঃ পদটিতে ষষ্ঠী হয়েছে, এই বিকল্প ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে য কারেরও দ্বিত্ব হতে পারে। ফলে এখানে ধকার ও যকারের দ্বিত্ববিকল্প হেতু চারটি রূপ পাওয়া যাবে— একটি ধকার ও একটি যকার বিশিষ্ট, দুইটি ধকার ও দুইটি যকার বিশিষ্ট, দুইটি ধকার ও একটি যকার বিশিষ্ট এবং একটি ধকার ও দুইটি যকার বিশিষ্ট, সুদ্ধ্যুপাস্যঃ, মদ্ধ্বরিঃ। সংযোগান্তস্য ইত্যাদি সূত্রটি পদস্য (৮/১/১৬) এই অধিকারে বিহিত, সুতরাং সূত্রের অর্থ হয় অন্তে সংযোগবিশিষ্ট পদের লোপ হয়। কিন্তু সমগ্র পদটির সেক্ষেত্রে লোপ হয় না, অলোঽন্ত্যস্য (১/১/৫২) এই পরিভাষা অনুসারে কেবল অন্ত্যবর্ণের লোপ হয়। সংযোগ কথাটি পারিভাষিক শব্দ। পাণিনি এর জন্য সূত্র করেছেন হলোঽনন্তরাঃ সংযোগঃ (১/১/৭)

একাধিক ব্যঞ্জনবর্ণ পরপর থাকলে, অর্থাৎ মধ্যে কোন স্বরবর্ণের দ্বারা ব্যবধান না থাকলে, সংযোগ বলা হয়। কোনো পদের অন্তে সংযোগ থাকলে অন্ত্যবর্ণটির লোপ হয়। সু ধ্ ঈ য্ এই পদে 'ধ্ ঈ য' এই তিনবর্ণের সংযোগ রয়েছে, এই সংযোগ পদের অন্তে অবস্থিত, সুতরাং বর্তমান য কারের লোপ হয়ে যাওয়া উচিত, কিন্তু তা হবে না, কারণ যণঃ প্রতিষেধো বাচ্যঃ এই বার্তিকের দ্বারা যণ বর্ণের ক্ষেত্রে সংযোগান্তলোপের নিষেধ করা হয়েছে, যকার যণ বর্ণ, এর লোপ হবে না, সু ধ্ ঈ য্ উপাস্যঃ এই রকমই স্থিতি হবে।

দীক্ষিত অচ্‌দ্বিত্বপ্রক্রিয়ায় একটি বার্তিকের উল্লেখ করেছেন, যেটি আলোচ্য উদাহরণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক, 'যণো ময়ো দ্বে বাচ্যে'। এই বার্তিকটির অর্থ দুভাবে করা যেতে পারে। যণঃ ও ময়ঃ এই পদদুটিকে পঞ্চমী বিভক্তি যুক্ত হিসাবে যেমন গ্রহণ করা যায় তেমনি ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত রূপেও গ্রহণ করা যায়, যণ ও ময় এই দুটি প্রত্যাহারকে প্রাতিপদিক হিসাবে গ্রহণ করলে পঞ্চমী ও ষষ্ঠীর একবচনে উভয়ক্ষেত্রেই যণঃ ও ময়ঃ একই রূপ পাওয়া সম্ভব, যেমনটির যদি 'ময়ঃ' পদটিতে রয়েছে পঞ্চমী বিভক্তি এবং যণঃ পদটিতে রয়েছে ষষ্ঠী বিভক্তি, তাহলে পরিভাষা প্রয়োগ করে বার্তিকটির অর্থ হবে — ময় বর্ণের পরে অবস্থিত যণ বর্ণের দ্বিত্ব হয় বিকল্পে। এই অর্থে কিন্তু সু ধ্ ঈ য উপাস্য স্থিতিতে য কারের ও দ্বিত্ব হবে, কারণ যকার যণ বর্ণ এবং ময় বর্ণ ধকারের পরে অবস্থিত, তাহলে হবে সুধ্ ঈ য্ য্ উপাস্যঃ। উভয়ত্র ধকার ও যকারের বিকল্পে দ্বিত্ব করলে শেষপর্যন্ত সুধী উপাস্যঃ এই স্থিতিতে সন্ধিতে চারটি রূপ পাওয়া যায়ঃ —

ক) সু ধ্ য্ উপাস্যঃ > সুধ্যুপাস্যঃ > ধকার বা যকার কোনোটিরই দ্বিত্ব হয়নি।

খ) সু ধ্ ধ্ য্ য্ উপাস্য > সুদ্ধ্য্যুপাস্যঃ, ধকার ও যকার উভয়েরই দ্বিত্ব হয়েছে।

গ) সু ধ্ ধ্ য্ উপাস্যঃ > সুদ্ধ্যুপাস্যঃ, ধকারের দ্বিত্ব হয়েছে যকারের হয়নি।

ঘ) সু ধ্ য্ য্ উপাস্যঃ > সুধ্য্যুপাস্যঃ, যকারের দ্বিত্ব হয়েছে, ধকারের হয়নি।

2

ইকোযণচি সূত্রের দ্বিতীয় উদাহরণ হল মধু অরিঃ, এখানে আন্তর্য অনুসারে উকারস্থানে বকার হবে (মধ্ ব্ অরিঃ)। প্রথম উদাহরণের মত প্রক্রিয়াকারে, ধকার ও বকারের দ্বিত্ব বিকল্প করে, এখানেও চারটি রূপ পাওয়া যাবে —

১/ মধ্ ব্ অরিঃ > মধ্বরিঃ,
২/ মধ্ ধ্ ব্ ব্ অরিঃ > মদ্ধ্ব্বরিঃ,
৩/ মধ্ ধ্ ব্ অরিঃ > মদ্ধ্বরিঃ।
৪/ মধ্ ব্ ব্ অরিঃ > মধ্ব্বরিঃ।

এচোঽয়বায়াবঃ = এচঃ ক্রমাৎ অয়্ অব্ আয়্ আব্ এতে স্যুরচি।

স্বরবর্ণ পরে থাকলে এচ্ অর্থাৎ এ ও ঐ ঔ এই চারটি বর্ণের স্থানে যথাক্রমে অয়্, অব্, আয়্, আব্ এই চারটি আদেশরূপ, কিন্তু পূর্ববর্তী ইকোযণচি সূত্র থেকে অচি পদের অনুবৃত্তি হবে, অর্থ হবে অচ্ পরে থাকলে, এচঃ পদে ষষ্ঠী থাকায় অর্থ হবে - এচ্ এর স্থানে, অন্যদিকে স্থানী এচ্ চারটি এবং আদেশ অয় চারটি হওয়ায় যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্ সূত্রটি প্রযুক্ত হবে, সুতরাং সূত্রের অর্থ হল স্বরবর্ণ পরে থাকলে একার স্থানে অয়্, ঐকারস্থানে আয়্, ওকার স্থানে অব্ এবং ঔকার স্থানে আব্ হবে। বৃত্তিতে যাকে বলে আদেশনিয়ম যথাসংখ্য সূত্র অনুসারে সিদ্ধ। টীকাকারেরা বলেছেন এখানে উচ্চারণস্থান অনুসারে আন্তর্য দ্বারাও নিয়ম সিদ্ধ হতে পারে, যেমন- এ কারের উচ্চারণস্থান কণ্ঠতালু, অয় আদেশেরও তাই, অকারের স্থান কণ্ঠ ও যকারের স্থান তালু। প্রশ্ন হতে পারে তাহলে একার স্থানে আয় হবে না কেন? আয় এরস্থানও তো কণ্ঠতালু? এর সমাধান রূপে বলে আন্তর্য বিচারে শুধু স্থানের সাম্য নয় আভ্যন্তর প্রযত্নের সাম্যও বিবেচনা করতে হবে, এচ্ বর্ণগুলি সন্ধ্যক্ষর, এগুলি সবই অবর্ণ ঘটিত। একার ও ওকারের ঘটক অবর্ণের আভ্যন্তর প্রযত্ন সংবৃত, কিন্তু ঐকার ও ঔকারের ঘটক অবর্ণের আভ্যন্তর প্রযত্ন বিবৃত, অয় ও অব্ এর অকার সংবৃত এবং আয় ও আবের বিবৃত। সুতরাং বলা যেতে পারে সংবৃত-ঘটিত এ একারের স্থানে অনুরূপ আদেশ অয় হবে, এবং বিবৃত ঘটিত ঐকারের স্থানে অনুরূপ আদেশ আয় হবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী —
১) লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী — দিলীপ কুমার কাঞ্জিলাল
২) অচ্‌সন্ধি — সুকান্তকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়।

3